সংবাদ

তারিখ 6 JUL 2000
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

চাকরিতে যোগদানের আগ থেকেই বগুড়ায় বেতন নিচ্ছে এক কলেজ অধ্যক্ষ : ৭২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযো

তিনিধি, বগুড়া

গুড়ার ধুনট উপজেলায় গোসাইবাড়ী ডিগ্রি লেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা, জনপ্রীতি ও ৭২ লাখ টাকা আত্মসাতের ভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। ধুনট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা া. শফিউল আলম গত ১৯ জুন সংশ্লিষ্ট র্তৃপক্ষের কাছে এ সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন খিল করেছেন তাতে এসব তথ্য দেয়া য়ছে।

তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ই কলেজের অধ্যক্ষ দৌলতুজ্জামান বিধি অধ্যক্ষ পদে ১৯৯৫ সালের ৩১ জুলাই যোগদান করলেও ওই বছরের জুন মাস থেকে অর্থাৎ যোগদানের এক মাস আগে থেকেই বেতন নেয়া শুরু করেন। এছাড়া তিনি কলেজের উন্নয়ন বাবদ চাঁদা আদায়ের ৭টি রশিদ বইও গোপন করে ৪৯ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে ৭২ লাখ টাকা আত্মসাতের যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার মধ্যে আরও যেসব খাত উল্লেখ্যযোগ্য তা হলো টিউশন ফি ও শরীর চর্চা শিক্ষকের বেতনের টাকা আত্মসাৎ করেছেন তিনি। অন্যদিকে তিনি মনগড়াভাবে ব্যয় করেছেন।

তদন্ত রিপোর্টে অধ্যক্ষ দৌলতুজ্জাম বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তিনি নি চাচাতো ভাই নজরুল ইসলামকে প্র ছাড়াই শরীরচর্চা শিক্ষক হিসেবে নি দেন। নজরুল ইসলামের শরীরচর্চা শি হওয়ার যোগ্যতা না থাকায় ওই পদ সরিয়ে তাকে কম্পিউটার প্রদর্শক নিয়োগ করা হয়। কারণ শরীরচর্চা শি পদের বেতন কম্পিউটার প্রদর্শক চেয়ে বেশি।

ওই অধ্যক্ষ দৌলতুজ্জামানের বিরুদ্ধে